CRICKET MASALA

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১০ এপ্রিল ২০০৬

ক্রিকেট মশলাতে বাংলাদেশ রানার আপ

কমনওয়েল্থ ব্যাংক ক্রিকেট মশলার উদ্বোধনী খেলা গতকাল অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় ব্যাংক্সটাউন ওভালে। ৩০০০ উর্দ্ধ দর্শনার্থী সারাদিনব্যাপী এ ক্রিকেট টুর্ণামেন্টটি উপভোগ করেন যেখানে বাংলাদেশের দর্শনার্থী ছিল উল্লেখযোগ্য। এ খেলায় অংশ নেয় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা সহ আরও অন্যান্য অনেক দল। এ পুরো টুর্ণামেন্টটি দু'টো বয়সভিত্তিক গ্রুপে বিভক্ত ছিল– জুনিয়র গ্রুপ (অনুর্দ্ধ ১৮ বছর), এবং সিনিয়র গ্রুপ (১৮ উর্দ্ধ)। এ টুর্ণামেন্টে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার মার্ক ওয়া। তাঁর উপস্থিতি খেলোয়ারদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণীত করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের দল গঠনে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন 'বাংলাদেশ সোসাইটি – পূজা ও সংস্কৃতি' এবং 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ নিউ সাউথ ওয়েলস্'।

বাংলাদেশ জুনিয়র (অনুর্দ্ধ ১৮) দলঃ

বাংলাদেশ অনুর্দ্ধ ১৮ দলের অধিনায়কত্ব করে সিডনীর উদীয়মান ক্রিকেটার তাজনীফ রহমান। এই টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ জুনিয়র দল তাদের চমৎকার ক্রীড়াশৈলী এবং দলীয় নৈপূণ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ সহ সকল দেশের দর্শকদের মন জয় করে নেয়। সম্পূর্ণ টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ দল বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে ফাইনাল পর্যন্ত উন্নীত হলেও শেষ পর্যন্ত হেরে যায় পাক্–আফগান সম্মিলিত দলের কাছে। যদিও বাংলাদেশ এই টুর্ণামেন্টে রাণার আপ হয়, তাদের ব্যক্তিগত ও দলীয় নৈপূণ্য ছিল চমকপ্রদ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ দলের বিশেষ সম্ভাবনাময় খেলোয়ার কুরব আখতার তার চমৎকার ব্যাটিং নৈপূণ্য (সর্বোচ্চ ১২৬ রান) করে 'প্লেয়ার অফ দা টুর্ণামেন্ট' ও 'প্লেয়ার অফ দা ম্যাচ' জিতে নেয়। তা ছাড়া কুরব টুর্ণামেন্টে সর্বোচ্চ ৩টি ছক্কা মেরে বিশেষ পুরস্কার জিতে নেয়। বাংলাদেশ অনুর্দ্ধ ১৮ দলের সর্ব প্রথম ম্যাচটি ছিল টুর্ণামেন্টের অন্যতম শক্তিশালী দল শ্রীলংকার বিপক্ষে। অবিশ্বাস্যভাবে শেষ বলে ছক্কা মেরে কুরব আখতার প্রায় হেরে যাওয়া ম্যাচটিকে ড্র (৪৮–৪৮)করতে বাধ্য করে।

বাংলাদেশ দলের দ্বিতীয় খেলাটি হয়েছিল ভারতের সাথে। এই খেলাতে বাংলাদেশ তাদের ব্যক্তিগত নৈপূণ্য ছাড়িয়ে ব্যাটিং ও বোলিং–এ সমানভাবে দলগত নৈপূণ্যের মাধ্যমে ম্যাচ জিতে নেয়। অধিনায়ক তাজনীফ রহমান করে ২১ রান, কূরব ১৪ এবং ১ উইকেট নেয় মাত্র ৩ রানের বিনিময়ে। এ ছাড়াও জাফরুল আহ্মেদ ২ উইকেট ছিনিয়ে নেয় ১২ রানের বিনিময়ে এবং হিমাদ্রী সরকার ১ উইকেট নেয় ১০ রানের বিনিময়ে।

বাংলাদেশ তাদের তৃতীয় ম্যাচে পাক্–আফগান সম্মিলিত দলকে হারিয়ে দেয় ১ রানে। ম্যাচটিতে কুরব আখতার আবারও তার বিশেষ ব্যাটিং শৈলীর মাধ্যমে ৩৮ রানের এক ঝড়ো ইনিংস উপহার দেয়, যাতে ছিল উল্লেখ করার মত সীমানা ছাড়িয়ে মাঠের বাইরে পরা এক বিশাল ছক্কা। তাছাড়া বোলিং জুটি রাফিও খান এবং জাফরুল আহমেদ প্রত্যেকে এক উইকেট করে ছিনিয়ে নেয় সমান ৭ রানের বিনিময়ে। এই জয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ তাদের কাংখিত ফাইনালে পৌঁছালেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাক্–আফগান সম্মিলিত দলের অসাধারণ নৈপূণ্যের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। পাক্–আফগান সম্মিলিত দলের ৮০ রানের জবাবে কোন উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশ করে ৭৩ রান। এই ম্যাচেও কুরব আখতার ৪৯ রানে অপরাজিত থেকে তার প্রতিভার সাক্ষর রাখে।

নাইয়ান ইয়াজদানীর ব্যাটিং

বাংলাদেশ সিনিয়র দলঃ

বাংলাদেশ সিনিয়র দলের অধিনায়কত্ব করেন প্রাক্তন বাংলাদেশ টেস্ট অধিনায়ক দক্ষিণ সিডনীর আমিনুল ইসলাম। প্রথম দিকে ভাল না খেললেও পরের দিকে বাংলাদেশ দল যথেষ্ট সুন্দর খেলা উপহার দেয়, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে তারা সেমি–ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়।

বাংলাদেশের এ দলের ১ম খেলাটি ছিল শ্রীলংকার বিরুদ্ধে। এতে মস্ম্যানের নাইয়ান ইয়াজদানী বোলিং–এ নেতৃত্ব দেয় ৫ রানে ১টি উইকেট নিয়ে। অপর দিকে ব্ল্যাকটাউনের অ্যাশ আহ্মেদ মাত্র ৮ রান দিয়ে শ্রীলংকা দলকে ৬৫ রানে সীমাবদ্ধ রাখে। জবাবে, বাংলাদেশ দল দুর্ভাগ্যবশতঃ খেলা শেষ করে মাত্র ৪৯ রানে। ব্যক্তিগত রানের হিসেবে কেবলমাত্র

আসফাক আমেদের বোলিং

মস্‌ম্যানের তাজ ইয়াজদানী এবং প্রাক্তন ১ম গ্রেডার নাইমুল চৌধুরী দুই সংখ্যার রানে পৌঁছতে সক্ষম হন।

এদের ২য় খেলাটি ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এতে বাংলাদেশ দল যথেষ্ট উন্নত খেলা উপহার দেয়। ওয়েস্টার্ণ সাবার্বের শরিফুল ইসলামের ২১ রান ও সহযোগী ব্যাটস্‌ম্যান তাজ ইয়াজদানীর ১৩ রানের মাধ্যমে মোট ৫৩ রান অর্জন করে এ দল। বিপরীতে সুন্দর টিম বোলিং–এ বাংলাদেশ দল পাকিস্তান দলকে মাত্র ৪৬ রানে সীমিত রেখে জয়লাভে সমর্থ হয়। বোলিং–এ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন শরিফুল আলম ৪ রানে ১ উইকেট, দীপ মোস্তাক ১০ রানে ১ উইকেট এবং আমিনুল ইসলাম ও অ্যাশ আহ্‌মেদ কঠিন বল করে পাকিস্তানের রান সংখ্যা সীমিত রাখে।

আমিনুল ইসলামের ক্যাচ

বাংলাদেশ ৩য় খেলাটি খেলে ভারতের বিরুদ্ধে এবং এটি ছিল দু'টি দলের জন্যই জীবন–মরণ খেলা। যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলাদেশ দল মাত্র ২ রানের ব্যবধানে হেরে গিয়ে সেমি–ফাইনাল থেকে বাদ পড়ে যায়। ২টি ছক্কা সহ নাইয়ান ইয়াজদানীর বিরোচিত ৪২ রান এবং সেইসাথে আমিনুল ইসলাম ও শরিফুল ইসলামের দুর্দান্ত বোলিং সত্বেও বাংলাদেশের ভাগ্যে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ দলের খেলোয়ারগন

অনুর্দ্ধ ১৮ গ্রুপঃ তাজনীফ রহমান (অধিনায়ক), জুনায়েদ আলমগীর, কুরব আখতার, জাফরুল আহ্‌মেদ, হিমাদ্রী সরকার, রাফিও খান ও সাকীব তাড্‌ভীন

সিনিয়র গ্রুপঃ আমিনুল ইসলাম (বুলবুল) (অধিনায়ক), নাইয়ান ইয়াজদানী, তাজনীফ ইয়াজদানী, শরীফুল ইসলাম, আসফাক আহমেদ, দীপ মোস্তাক ও নাইমুল চৌধুরী।

বাংলাদেশ দলের উভয় গ্রুপের সকল খেলোয়ারগন

হ্যারী ওয়ালীয়ান্দ–এর কাছ থেকে 'প্লেয়ার অফ দি টুর্ণামেন্ট' পুরস্কার নিচ্ছে বাংলাদেশের কুরব আখতার। পাশে উপস্থিত বাংলাদেশ সোসাইটি'র প্রতিনিধি সুকদেব সাহা।

সংবাদ পরিবেশকঃ প্যাট্রিক স্কীন, অফস্টিক প্রোডাক্‌সন্‌স্‌

অনুমোদনক্রমেঃ গাম্ভীর ওয়াটস্‌, প্রেসিডেন্ট, ভারতীয় বিদ্যাভবন, অস্ট্রেলিয়া।

proudly supported by

CommonwealthBank

A joint project between Bhavan Australia and Offstick Productions
C/-Suite 100, 515 Kent Street, Sydney NSW, 2000
Ph: 02 9267 0953/ Fax 02 9267 9005
www.cricketmasala.com.au